কুরআনী ঘটনাবলী

10-June-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِياً فَلْيُكْثِرِ الصَّلاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার পছন্দ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি

সন্তুষ্ট হোক। তবে তার উচিৎ, আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, হাদীস ২২২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিরমিযী শরীফের হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **কিতাবুল্লায়** তোমাদের পূর্বেকার ঘটনাবলীরও সংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরবর্তীদের ঘটনাবলীরও, আর তোমাদের পরস্পরের সিদ্ধান্ত। (তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৪, হাদীস: ২৯১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: কোরআনে করীম প্রত্যেক উপকারী ইলম সম্বলিত অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সংবাদ এবং ভবিষ্যতে সংগঠিত ঘটনাবলীর জ্ঞান বিদ্যমান, প্রত্যেক হালাল ও হারামে হুকুম এতে উল্লেখ রয়েছে এবং এতে ঐসকল

বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে, যা মানুষের দুনিয়াবী, দ্বীনি, আর্থসামাজিক এবং পরকালীন কার্যাদিতে প্রয়োজন হয়।

(তাফসীরে কাসীর, ১৪তম পারা, সূরা নাহল, ৮৯নং আয়াতের পারদটিকা, ৪/৫১০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজকের বয়ানের বিষয়ও **"কুরআনী ঘটনাবলী"** সম্বলিত, যাতে আমরা কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কুরআনী ঘটনাবলী শুনবো। সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে শুনার অনুরোধ রইলো। আসুন! সর্বপ্রথম দু'টি ঈমান সতেজকারী কোরআনি ঘটনা শুনি।

হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা

যখন বখত নসর বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিরান করে দিলো এবং বনী ইসরাঈলদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ধ্বংস করে দিলো, তখন একবার হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام সেখান দিয়ে গমন করেছিলেন, তাঁর সাথে একটি পাত্রে খেজুর এবং এক পাত্রে আঙ্গুরের রস ছিলো, তিনি একটি গাধায় আরোহিত ছিলেন, সমস্ত বসতি ঘুরলেন কিন্তু সেখানে কোন লোক ছিলো না, বসতির দালানগুলো ভেঙ্গে পরছিলো, তিনি আশ্চার্য হয়ে বললেন: "اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" (পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৯) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সেটাকে কীভাবে জীবিত করবেন **আল্লাহ** সেটার মৃত্যুর পর?) এরপর তিনি তাঁর বাহনের পশুটিকে সেখানে বাঁধলেন এবং নিজে আরাম করতে লাগলেন, এই অবস্থায় তাঁর রূহ কবয করে নেয়া হলো এবং গাধাটিও মারা গেলো।

মনে রাখবেন! এটি সকালের ঘটনা, এর ৭০ বছর পর **আল্লাহ পাক** ইরানের বাদশাহদের মধ্যে একজন বাদশাহকে বিজয় দান করলেন এবং সে নিজের সৈন্য নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, একে পূর্বের

চেয়েও উত্তমভাবে আবাদ করলেন এবং বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিলো, তারা আবারো এখানে এসে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং এর আশেপাশে বসবাস শুরু করলো আর তাদের সংখ্য বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই সম্পূর্ণ সময়ে **আল্লাহ পাক** হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام কে দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে আড়াল রেখেছেন এবং কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি, যখন তাঁর ওফাতের ১০০ বছর অতিবাহিত হলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁকে জীবিত করলেন, প্রথমে চোখে প্রাণ ফিরে এলো, তখনো পুরো শরীরে প্রাণ ফিরে আসেনি। তাঁর অবশিষ্ট শরীর দেখতে দেখতেই জীবিত হয়ে গেলো। এই ঘটনা সন্ধ্যা বেলায় সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে সংগঠিত হয়েছিলো। **আল্লাহ পাক** হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: তুমি এখানে কতদিন ছিলে? তিনি অনুমান করে আরয করলেন: একদিন বা এরচেয়ে কিছুটা কম সময়। তিনি মনে করেছিলেন যে, এটি সেই দিনেরই সন্ধ্যাবেলা, যেদিন সকালে ঘুমিয়েছিলেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: তুমি এখানে ১০০ বছর অবস্থান করেছো? তোমার খাবার এবং পানীয় অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুরের রসগুলো দেখো যে, তেমনই ভালো আছে, এতে গন্ধ পর্যন্ত হয়নি এবং তোমার গাধাকে দেখো যে, এর কি অবস্থা! অতএব তিনি দেখলেন যে, তা মারা গেছে, এর শরীর পঁচে গেছে এবং অঙ্গগুলো বিশৃংখল হয়ে গেছে, শুধু সাদা হাঁড়গুলো সেই জায়গায় পরে আছে। হাঁড়ে মাংস আবৃত হলো, মাংসে চামড়া এলো, পশম গজালো অতঃপর এতে রূহ প্রেরণ করা হলো এবং তা উঠে দাঁড়িয়ে গেলো আর ডাকতে লাগলো। তিনি **আল্লাহ পাকের** কুদরত পর্যবেক্ষণ করলেন এবং বললেন: আমি জানি যে, **আল্লাহ** প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাশীল অর্থাৎ বিশ্বাস তো প্রথম থেকেই

ছিলো, এখন নিজ চোখে দেখার সুযোগ অর্জন হলো। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহন করে নিজের মহল্লার দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন মাথা মুবারক ও দাঁড়ির চুল কালো ছিলো আর বয়সই ৪০ বছর ছিলো এবং কেউ তাঁকে চিনছিলো না। তিনি অনুমান করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছলেন, একজন দূর্বল বৃদ্ধাকে পেলেন, যে কিনা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সে তাঁর ঘরের বাদী ছিলো এবং সে তাঁকে দেখেছিলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি ওযাইরের বাড়ি? সে বললো: হ্যাঁ। কিন্তু ওযাইর কোথায়? তিনি তো অদৃশ্য হয়েছেন ১০০ বছর হয়ে গেলো। একথা বলে সে অনেক কাঁদলো। তিনি বললেন: আমিই হলাম ওযাইর। সে বললো: سُبْحٰنَ الله! এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ১০০ বছর মৃত অবস্থায় রেখে আবারো জীবিত করেছেন! সে বললো: হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন, যেই দোয়া করতেন কবুল হতো। আপনি দোয়া করুন: যেনো আমার চোখ আবারো দেখতে শুরু করে যাতে আমি আমার চোখে আপনাকে দেখতে পারি। তিনি দোয়া করলেন, তখন সেই মহিলার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন: **আল্লাহ**র আদেশে উঠো। একথা বলতেই তার পঙ্গু পা ভাল হয়ে গেলো। সে তাঁকে দেখে চিনলেন এবং বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় হযরত ওযাইর (عَلَيْهِ السَّلَام)।

সে তাঁকে বনী ইসরাইলের মহল্লায় নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি মাহফিলে তাঁর ছেলে ছিলো, যার বয়স ১১৮ বছর হয়ে গিয়েছেলো, সেখানে তাঁর নাতিও ছিলো, সেইও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বৃদ্ধ মহিলাটি মাহফিলে ডাক দিলো: হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে

এসেছেন! মাহফিলে উপস্থিতিরা এই মহিলাকে মিথ্যুক বললে তখন সে বললো: আমাকে দেখো, তাঁর দোয়ায় আমার অবস্থা ভাল হয়ে গেছে! লোকেরা উঠলো এবং তাঁর নিকট এলো, তাঁর ছেলে বললো: আমার পিতার কাঁধের মাঝখানে সাদা পশমের একটি হেলাল অর্থাৎ চাঁদ ছিলো। শরীর মুবারক খুলে দেখানো হলো তখনও তা বিদ্যমান ছিলো, তাছাড়া এই যুগে তাওরাতের কোন পান্ডুলিপি ছিলোনা, তা জানা আছে এমন কেউ বিদ্যমান ছিলোনা। তিনি সম্পূর্ণ তাওরাত মুখস্থ পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি বললো: আমি আমার পিতা থেকে জেনেছি যে, বখত নসরের নীপিড়নের পর গ্রেফতারের যুগে আমার দাদা তাওরাত একটি জায়গায় দাফন করে রেখেছিলেন, সেই জায়গা আমি চিনি। অতএব সেই জায়গা প্রচেষ্টা চালিয়ে তাওরাকে সেই দাফনকৃত পান্ডুলিপি রেব করা হলো এবং হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام মুখস্থ যেই তাওরাত লিখিয়েছিলেন তা এর সাথে মিলানো হলো, তখন একটি হরফেরও পার্থক্য ছিলো না। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৩, সূরা বাকারা, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৯০-৩৯২) এই ঘটনাটি **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকের ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৫৯নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেন:

قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ বললো: 'সেটাকে কীভাবে জীবিত করবেন **আল্লাহ** সেটার মৃত্যুর পর?' অতঃপর **আল্লাহ** তাঁকে মৃত রাখলেন একশ বছর। তারপর পূনর্জীবিত করে দিলেন। বললেন: 'তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান করলে? 'আরয করলো: সম্ভবত পূর্ণ দিন অথবা কিছু কম।' তিনি বললেন: 'না তোমার উপর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটির আলোকে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন"** এর মধ্যে রয়েছে: একই জায়গায় একই আবহাওয়ায় হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর গাধা তো মরে পঁচে গলো এবং এর হাঁড়সমূহ চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গলো কিন্তু ফল ও আঙ্গুরের রস এবং স্বয়ং হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর সত্তায়ও কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। এমনকি শতবর্ষেও তাঁর চুল সাদা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই কবরস্থানে একই আবহাওয়ায় যদি কিছু মৃতের লাশ পঁচে গলে বিলীন হয়ে যায় এবং কিছু বুযুর্গের লাশ সংরক্ষিত রয়ে যায় আর তাঁদের কাফনও ময়লা হয়না, এমন হতেই পারে বরং বারংবার এমনই হয়েছে আর হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর এই কোরআনি ঘটনাটি এই বিষয়ে উত্তম দলীল। (তিনি আরো বলেন:) বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস এবং নির্জনতা দেখে হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এরূপ বললেন যে, এই শহরের ধংসযজ্ঞতা এবং নির্জনতার পর কিভাবে **আল্লাহ পাক** এই শহরকে আবারো পরিপূর্ণতা দেবেন? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজের দেশ এবং শহরকে ভালবাসা আর আসক্তি রাখা এটা নেককার ও **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদ্ধতি। **(আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা)**

আসুন! এবার হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর একটি খুবই ঈমান সতেজকারী কোরআনি ঘটনা শুনি।

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর চারটি পাখি

মুফাসসীরগণ লিখেন: সাগরের পাড়ে এক লোক মরে পরে ছিলো, সাগরের পানি যেহেতু জোয়ার-ভাটায় উপর-নীচ হতে থাকে, সেহেতু যখন পানি উপরে আসতো মাছেরা সেই লাশটি খেতো আর যখন পানি নেমে যেতো তখন বনের হিংস্র প্রাণীরা খেতো আর যখন হিংস্র প্রাণীরা চলে যেতো তখন পাখিরা খেতো। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তা দেখে তাঁর আগ্রহ হলো, তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন যে, মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে? অতএব তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, তুমি মৃতকে জীবিত করবে এবং তাদের অংশবিশেষ সামুদ্রিক প্রাণী ও হিংস্র পশু এবং পাখিদের পেট থেকে জড়ো করবে কিন্তু আমি এই আশ্চার্য দৃশ্য দেখার আকাঙ্ক্ষী! হযরত সা'দ বিন জুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: যখন **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে তাঁর খলিল বানালেন তখন হযরত মালেকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** অনুমতিতে তাঁকে এই সুসংবাদ শুনাতে এলেন। তিনি সুসংবাদ শুনে **আল্লাহ পাকের** হামদ করলেন এবং মালেকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: এই খিল্লত অর্থাৎ খালিল বানানোর নিদর্শন কি? তিনি আরয করলেন: দলীল হলো যে, **আল্লাহ পাক** আপনার দোয়া কবুল করবেন এবং আপনার চাহিদায় মৃতকে জীবিত করবেন। তখন তিনি এই দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে দেখাও যে, তুমি মৃতকে কিভাবে জীবিত করো? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: তোমার কি এই ব্যাপারে বিশ্বাস নেই? হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: অবশ্যই আছে! কিন্তু আমি চাই যে, আমার মন শান্ত হয়ে যাক যে, তুমি আমাকে

তোমার খলিল বানিয়েছো, আমার দোয়া কবুল করবে এবং আমার প্রার্থনায় আমাকে দান করবে।

(তাফসীরে খাযিন, ৩য় পারা, সূরা বাকারা, ২৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২০৩-২০৪)

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর আবেদনে **আল্লাহ**র আদেশ হলো: আপনি চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে নিজের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিন, অতঃপর তাদের জবাই করে তাদের কিমাকে পরস্পর মিলিয়ে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন, অতঃপর তাদেরকে ডাকুন। তারা সকলেই তাদের পূর্বের আকৃতিতে আপনার নিকট এসে যাবে। সুতরাং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام চারটি পাখি নিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তা ছিলো ময়ুর, মোরগ, কবুতর এবং কাক। তিনি তাদের **আল্লাহ**র হুকুমে জবাই করলেন, তাদের পালক ছিড়লেন এবং কিমা বানিয়ে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন আর তা কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ে রেখে দিলেন ও সবার মাথা নিজের নিকট রেখে দিলেন, অতঃপর সেই পাখিদের ডাক দিলেন। তাঁর ডাক শুনে **আল্লাহ**র হুকুমে সেই অংশগুলো উড়তে উড়তে এবং প্রতিটি পাখির অংশগুলো আলাদা আলাদা হয়ে নিজেদের মতো করে জড়ো হয়ে গেলো এবং পাখিদের আকৃতিতে নিজের পায়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলো আর নিজ নিজ মাথার সাথে মিলে পূর্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।

(তাফসীরে করতুবী, ৩য় পারা, সূরা বাকারা, ২৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ২য় অংশ, ৩/২২৫-২২৮)

এই ঘটনাটি ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৬০ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** এভাবে বর্ণনা করেন:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰىؕ قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّیَطْمَىٕنَّ قَلْبِیْؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًاؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন আরয করলো ইব্রাহীম, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে।' ইরশাদ করলেন: 'তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই?' আরয করলো, 'নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবে না! কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক।' ইরশাদ করলেন: 'তবে আচ্ছা! চারটা পাখি নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর একেক খণ্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে নিজ পায়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে।

উভয় ঘটনা থেকে অর্জিত হওয়া পয়েন্ট

আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, মৃতদের ডাকা শিরিক নয় কেননা যেহেতু মৃত পাখিদেরকে **আল্লাহ পাক** ডাকার আদেশ দিয়েছেন এবং একজন জলিলুল কদর পয়গাম্বর এই মৃত পাখিদের ডাকলেন, সেহেতু এটি কখনোই শিরিক হতে পারে না। কেননা **আল্লাহ পাক** কখনোই কোন শিরিকের আদেশ দিবেন না আর কোন নবীই কখনোই কোন শিরিকের কাজ করতে পারেন না। আর যেহেতু মৃত পাখিদের ডাকা শিরিক নয়, সেহেতু **আল্লাহ পাকের** অলী এবং শহীদদের ডাকা কিভাবে শিরিক হতে পারে, যারা অলী এবং

শহীদদের ডাকাকে শিরিক বলে ও ইয়া গাউস শ্লোগান প্রদানকারীদেরকে মুশরিক বলে, তাদের কিছুক্ষণ মাথা নত করে ভাবা উচিৎ, আর এই কোরআনী ঘটনার আলোকে তাদের হিদায়তের নূর দৃশ্যমান হবে আর তারা আহলে সুন্নাতের পদ্ধতিতে সীরাতুল মুস্তাকীমের মহা সড়কে চলে আসবে। (আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন, ৫৮ পৃষ্ঠা)

তাসাউফের একটি পয়েন্ট

তিনি আরো বলেন: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام যে চারটি পাখি জবাই করেছেন, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটি খারাপ আচরণ প্রসিদ্ধ রয়েছে, যেমন; ময়ূর নিজের আকার আকৃতির সৌন্দর্যে খুবই গর্ব করে থাকে এবং মোরগের মাঝে অধিকহারে কামভাবের মন্দ স্বভাব রয়েছে, কাঁকের লোভের মন্দ অভ্যাস রয়েছে আর কবুতরের মাঝে নিজের উচ্চ উড়ানের জন্য গর্ব থাকে। এই চারটি পাখিকে জবাই করাতে এই চারটি স্বভাবকে জবাই করার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, চারটি পাখি জবাই করা হলেই হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য দেখলেন এবং তাঁর অন্তরে প্রশান্তির নূরের বিচ্ছুরণ হয়েছে। যার বদৌলতে তাঁর প্রশান্তিময় হৃদয়ের দৌলত নসীব হলো, তবে যে ব্যক্তি এটা চায় যে, তার অন্তর জীবিত হয়ে যাক এবং তার প্রশান্তিময় হৃদয়ের দৌলত নসীব হয়ে যাক, তবে তার উচিৎ যে, মোরগ জবাই করা অর্থাৎ নিজের কামভাবের উপর ছুরি চালিয়ে দেয়া এবং ময়ূর জবাই করা অর্থাৎ নিজের আকার আকৃতি এবং পোশাকের অহঙ্কারকে জবাই করে দাও, আর কাক জবাই করা অর্থাৎ লোভ ও লালসার গলা কেটে দেয়া, কবুতর জবাই করা অর্থাৎ নিজের উচ্চ মান এবং উচ্চ মর্যাদার গর্ব ও দাম্ভিকতার উপর ছুরি চালিয়ে দাও। যদি কেউ এই চারটি মন্দ অভ্যাসকে জবাই করে

দেয় তবে اِنْ شَآءَ الله সে নিজের অন্তরকে জীবিত হওয়ার দৃশ্য নিজের চোখেই দেখবে এবং তার প্রশান্তময় নফসের সাফল্য নসীব হয়ে যাবে। (আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন, ৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিরিশতা মেহমান হয়ে এলো

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মেহমানদারি খুবই পছন্দ করতেন। অতএব বর্ণিত আছে: যতক্ষণ তাঁর দস্তরখানায় মেহমান আসতো না, তিনি খাবার খেতেন না। (আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন, ৩৮৩ পৃষ্ঠা) একদিন **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মানিত খেদমেত মেহমান হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ফিরিশতাদের সংখ্যা ১০ বা ১২জন ছিলো এবং তাঁদের মধ্যে হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام ও ছিলেন। (জালালাইন, ২৬তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) তারা বললো: সালাম। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ও উত্তরে সালাম করলেন এবং বললেন: এরা হলো অপরিচিত লোক। একথাটি তিনি মনে মনে বলেছিলেন। সালামের পর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং একটি মোটা তাজা সুন্দর বাচুর ভূনা করে নিয়ে এলেন, অতঃপর তা সেই মেহমানদের নিকট রেখে দিলেন যাতে তারা খায়। এটা মেহমানদের আদবের একটি অংশ যে, মেহমানের সামনে খাবার পরিবেশন করা। যখন সেই ফিরিশতারা খাবার খেলো না তখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তোমরা কি খাওনা? ফিরিশতারা কোন উত্তর দিলো না তখন তিনি মনে মনে তাদের প্রতি ভয় অনুভব করলেন। (জালালাইন, ২৬তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৪ ও ২৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: তাঁর মনে মনে এই

বিষয়টি আসলো যে, তাঁরা হলেন ফিরিশতা, যাঁদেরকে আযাবের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর এই ভয় দেখে ফিরিশতারা আরয করলেন: আপনি ভয় পাবেন না, আমরা **আল্লাহ পাকের** প্রেরিত এবং এরপর সেই ফিরিশতারা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ শুনালেন। **(তাফসীরে খাযিন, ২৬তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৬-২৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১৮৩। তাফসীরে নফসী, ২৬ তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৬-২৮নং আয়াতের পাদটিকা, ১১৬৯ পৃষ্ঠা)**

যেহেতু তখন তাঁর স্ত্রী হযরত সারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বয়স ৯০ কিংবা ৯৯ বছর আর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স মুবারক ১০০ কিংবা ১২০ বছর ছিলো, সেহেতু হযরত সারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ শুনে চিৎকার করতে করতে আসলো এবং আশ্চার্য হয়ে নিজের চেহারায় হাত মারতে মারতে বললো: আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি! আমি বাচ্চা কিভাবে জন্ম দিতে পারি? ফিরিশতারা বললো: যে কথা আমরা বলেছি, আপনার দয়ালূ প্রতিপালক তেমনি ইরশাদ করেছেন এবং **আল্লাহ পাক** এই বিষয়েও সক্ষম, যা আপনি অসম্ভব মনে করছেন। (অর্থাৎ সেই দয়ালূ প্রতিপালক তোমায় এই বয়সে সন্তানের নেয়ামত দিতে সক্ষম)। নিশ্চয় তিনি তাঁর কাজে হিকমত ও জ্ঞান সম্পন্ন, তাছাড়া তাঁর নিকট কোন জিনিস গোপন নয়। **(জালালাইন, ২৬তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৯-৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ৪৩৩ পৃষ্ঠা। তাফসীরে নফসী, ২৬তম পারা, সূরা যারিয়াত, ২৯-৩০নং আয়াতের পাদটিকা, ১১৬৯ পৃষ্ঠা)**

এই ঘটনাটি **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের ২৬তম পারার সূরা যারিয়াতের ২৪-৩০ নং আয়াতে বর্ণনা করেন:

هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ ضَيۡفِ اِبۡرٰهِيۡمَ الۡمُكۡرَمِيۡنَ ﴿۲۴﴾ اِذۡ دَخَلُوۡا عَلَيۡهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! আপনার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের সংবাদ এসেছে?

فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿۲۵﴾ فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿۲۶﴾

(পারা ২৬, সূরা যারিয়াত, আয়াত ২৪-২৬)

যখন তারা তার নিকট এসে বললো: 'সালাম'! সেও বললো: 'সালাম'। অপরিচিতের মতো লোকগুলো। অতঃপর আপন ঘরে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো বৎস নিয়ে এলো।

বর্ণনাকৃত ঘটনার আলোকে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই ঘটনা দ্বারা এই হেদায়তের আলো অর্জিত হয় যে, ফিরিশতারা কখনো কখনো মানব আকৃতিতে মানুষের নিকট এসে থাকে। অতএব কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হজ্বের সময় হেরেমে কাবায় এবং মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফা ইত্যাদিতে কিছু ফিরিশতার দল মানব আকৃতিতে বিভিন্ন বেশে এসে থাকে, যাদেরকে হাজীদের পরীক্ষা করার জন্য **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে পাঠানো হয়। তাই হাজীয়ানে কিরামগণের জন্য আবশ্যক যে, মক্কায়ে মুকাররমা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফা এবং কাবার তাওয়াফ ও মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতের ভীড়ে সাবধান থাকা, কখনোই কোন মানুষও যেনো বেআদবী ও মনে কষ্ট না পায় এবং ব্যবসায়ী বা কুলি অথবা ফকীরদের সাথে যেনো ঝগড়া ও বাড়াবাড়ি না হয়। কে জানে যে, সে মানুষের আকৃতিতে কোন ফিরিশতা কিনা, যে তোমাকে ধাক্কা মারলো বা ধমক দিয়ে তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করছে কিনা। এটি হলো এমন একটি পয়েন্ট, যা সম্পর্কে সাধারণত মানুষেরা অজ্ঞ, তাই হজ্বের সফরে মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষের সাথে ঝগড়া করতে থাকে এবং অনেক সময় দুনিয়া ও আখিরাতের প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। সুতরাং এই মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য উত্তম উপায় এটাই যে, প্রতিটি মানুষের ব্যাপারে এই সাবধাণতা অনুভব করতে থাকা

যে, হয়তো সে কোন ফিরিশতা হবে, যে ব্যবসায়ী বা ফকীর অথবা শ্রমিকের বেশে রয়েছে অতঃপর তার সাথে সাবধাণতার সহিত কথাবার্তা বলা এবং যথাসম্ভব তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা আর কখনোই কোন কড়া কথা যেনো না বলা হয়, কেননা এতেই নিরাপত্তা নিহিত।

(আজায়িবুল কোরআন ও গারায়িবুল কোরআন, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام প্রচন্ড মেহমানদারী পছন্দকারী নবী ছিলেন, যিনি মেহমান ব্যতীত খাবার খেতেন না। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে মেহমানদারীর ব্যাপারে মুসলমানের অন্তর এবং তাদের দস্তরখানা উভয়টি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, যেমন; অনেকে মেহমান আসলে খুশি হওয়া এবং তাদের মেহমানদারী করার পরিবর্তে টেনশনে পরে যায় আর মেহমানকে কষ্টদানকারী মনে করে। অনেকে মেহমান আসলে সম্পদশালী হওয়ার পরও এমন কথা বলে, যেমন; দূর্ভাগা কোত্থেকে লাফিয়ে নামলো, তার কি আমাদের ঘরেই আসার ছিলো, সে যখন এসেছে খাবার না খেয়ে যাবেনা, তার জন্য অমুক অমুক জিনিসের ব্যবস্থা করতে হবে, যার কারণে অনেক খরচ হয়ে যাবে, যদি এমন না করি তবে সমস্ত খান্দানে আমার দূর্নাম করে দিবে। অনেকে সামর্থবান হওয়ার পরও মেহমানদের বাসি খাবার খাইয়ে দেয়, অনেকে মেহমানের সন্তানদের ধমকায় বা মেহমানের সামনে এমন এমন আচরন বা কথা বলে যে, বেচারা পুনরায় এই ঘরে কদম রাখাও পছন্দ করবে না।

মনে রাখবেন! মেহমানদারি করা ইসলামের একটি আদব, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং নেককার বান্দাদের অভ্যাস।

(শরহে নববী, বাবুল হাস আলা ইকরাম, ২/১৮)

হাদীসে পাকে মেহমানদারির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শ্রবণ করি:

মেহমানদারির ফযীলত

(১) মেহমান নিজের রিযিক নিয়ে আসে এবং যারা খাওয়ায় তাদের গুনাহ নিয়ে যায়। (কাশফুল খফা, ২/৩৩, হাদীস ১৬৪১)

(২) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মেহমানদের সম্মান করে, এক দিন রাত তার পরিপূর্ণ খেদমত করবে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তার জন্য খাবার প্রস্তুত করবে এবং ভোজ হলো তিনদিন (অর্থাৎ একদিন পর যা বিদ্যমান থাকবে তা উপস্থাপন করবে আর তিনদিনের পর সদকা। মেহমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, তার এখানে এমনভাবে অবস্থান করা যে, তাকে কষ্টে নিক্ষেপ করে দিলো। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১৩৬, হাদীস ৬১৩৫)

(৩) যেই ঘরে খাবার খাওয়া হয়, তাতে কল্যাণ ও বরকত এমন দ্রুতগতিতে আসে, যত দ্রুতগতিতে ছুরি উটের কুঁজ পর্যন্ত পৌঁছে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমা, ৪/১৫, হাদীস ৩৩৫৬)

হকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ যেই ঘরে মেহমান, ভ্রমনকারী, সাক্ষাতের লোক খাবার খেতে থাকে সেখানে বরকত থাকে, অন্যথায় ঘরের লোকজন তো প্রত্যেক ঘরে খাবার খেয়ে থাকে। (তিনি আরো বলেন:) উটের কুঁজে হাঁড় থাকেনা, চর্বিই থাকে, তা ছুরি খুব দ্রুত কেটে থাকে আর এর গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাই এর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এমন ঘরে কল্যাণ ও বরকত অনেক দ্রুত পৌঁছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিলকিসের সিংহাসন

জানুয়ারি ২০১৮ সালের মাসিক ফয়যানের মদীনার ৪ ও ৫নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হুদুহুদ পাখি একবার হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে অনুপস্থিত ছিলো। যখন ফিরে এলো তখন সে তার অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করলো যে, সে সাবা রাজ্যে গিয়েছেলো অতঃপর সে সেখানকার মানুষের অবস্থা বর্ণনা করলো যে, তারা সূর্যের পূজারী এবং তাদের রানী **"বিলকিস"** এর নিকট একটি মহান সিংহাসন রয়েছে। এতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام হুদহুদের সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং রানী বিলকিসকে নিজের আনুগত্য কবুল করা সম্পর্কে একটি চিঠি লিখলেন। রানী উজিরদের সাথে পরামর্শ করার পর তাঁকে অসংখ্য উপহার সামগ্রী পাঠালেন, যাতে জানা যায় যে, তিনি কি বাদশাহ নাকি **আল্লাহ**র পবিত্র নবী।

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর নবুয়তের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ রানীর সিংহাসন তার আগমনের পূর্বেই নিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন এবং স্বয়ং রানীর বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাও উদ্দেশ্য ছিলো যে, নিজের সিংহাসনকে কিছু পরিবর্তনের পরও চিনতে পারেন কিনা? কেননা হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام সিংহাসন আনিয়ে কিছুটা পরিবর্তনও করে দিয়েছিলেন। যাইহোক সিংহাসন আনানোর জন্য তিনি বললেন: হে দরবারিরা! তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে তাদের আমার নিকট অনুগত হয়ে আসার পূর্বে বিলকিসের সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? একথা শুনে একজন খুবই শক্তিশালী জ্বিন বললো: আমি সেই

সিংহাসন আপনার খেদমতে আপনার এই জায়গায় দাঁড়ানোর পূর্বেই হাজির করবো, আমি খবুই শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি তারও পূর্বে চাই। তখন তাঁর এক উজির আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ (যে কিতাবের জ্ঞান জানতো) আরয করলো: আমি এটি আপনার দরবারে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই নিয়ে আসবো। অতঃপর এমনই হলো যে, তিনি ইসমে আযমের বরকতে সেই সিংহাসনটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরবারে উপস্থিত করে দিলেন। এতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে কৃতজ্ঞতার বাক্য আদায় করলেন এবং মানুষের শিক্ষার জন্য বিনয় প্রকাশ করে বললেন: এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যা সে এই জন্যই করেছে যে, আমাকে যেনো পরীক্ষা করা যায়, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছি।

এই ঘটনাটি **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের **১৯**তম পারা সূরা নামলের ২০-৪৪ নং আয়াতে বর্ণনা করেন:

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِیْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِیْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّیْ عَلَيْهِ لَقَوِیٌّ اَمِيْنٌ ﴿۳۹﴾ قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুলায়মান বললেন: ‘হে সভাসদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসতে পারো এরই পূর্বে যে, সে আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে?’ এক খুবই দুষ্ট জ্বিন বললো: ‘আমি উক্ত সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করে দেবো এরই পূর্বে যে, হুযুর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং নিঃসন্দেহে আমি হলাম সেটা করার ক্ষমতাসম্পন্ন, বিশ্বস্ত’। ঐ ব্যক্তি

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৩৮-৪০)

আরয করলো; যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো, 'আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই'।

এই ঘটনায় জ্ঞানের অনেক মূল্যবান মুক্তো রয়েছে: (১) জ্বিনের অস্তিত্ব কোরআনে করীম দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা মানুষ ছাড়াও **আল্লাহ পাকে**র একটি আলাদা সৃষ্টি। মনে রাখবেন! জ্বিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফরী। (২) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর শাসন জ্বিনদের মাঝেও বিদ্যমান ছিলো। (৩) জ্বিনদের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ক্রিয়াকলাপের শক্তি অর্জিত আছে। (৪) জ্ঞানী ও অনুগ্রহ সম্পন্ন মুসলমান **আল্লাহ**র দানক্রমে জ্বিনদের চেয়েও বেশি শক্তি, সক্ষমতা, ক্ষমতা, কর্মকান্ড এবং জ্ঞান সম্পন্ন। (৫) কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছিলো, এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং অধিকাংশ মুফাসসীরগণ এতেই একমত। (তাফসীরে নফসী, ১৯তম পারা, সূরা নামল, ৪০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮৪৭ পৃষ্ঠা) (৬) কিতাবের জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লওহে মাহফুয এবং ইসমে আযমের জ্ঞান। (৭) বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রকাশ ও বর্ণনা করাতে সমস্যা নেই, যেমন হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের শক্তি ও সামর্থ্য এবং জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন এবং কার্যত করেও দেখিয়েছেন। (৮) এই ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর কারামত সত্য, যুক্তিসংগত ভাবে সম্ভব এবং উদ্ধৃত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যুক্তিসংগত ভাবে সম্ভব এই কারণে যে, অলীর কারামত মূলত **আল্লাহ পাকে**র কুদরত দ্বারাই হয়ে থাকে আর **আল্লাহ পাক** সকল কিছুতেই সক্ষম। এটা পৃথক ব্যাপার যে,

আমরা কারামত সম্পর্কীত কুদরতি নিয়মের বিবরণ সম্পর্কে অবহিত নই কিন্তু আমাদের না জানা কোন সম্ভব ও বিদ্যমান জিনিসকে অসম্ভব এবং অনুপস্থিত করতে পারে না, যেমন; আজ থেকে হাজার (১০০০) বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি উড়োজাহাজের আকাশে উড়াকে বুঝতো না বরং বর্তমান যুগের কোন মানুষ যদি গুহায় জন্ম গ্রহণ করে এবং সে কখনো উড়োজাহাজকে উড়তে না দেখে তবে সেই এই বিষয়টি অস্বীকার করে দিবে যে, লাখো টন ওজনের লোহার জিনিস বাতাসে কিভাবে উড়বে। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো যে, কারো না জানাতে তো উড়োজাহাজের উড়া অসম্ভব হয়ে যাবে না। আউলিয়াদের কারামত হক্কানিয়্যত সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরাম, বড় বড় ওলামা ও ফুকহায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসদেরই মতবাদ। তাছাড়া আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ সম্মত ইমামগণের নিকট বিশুদ্ধ ও সম্মত মত হলো যে, ঐসকল বিষয় যা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুজিযা হতে পারে তা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কারামত হিসেবেও সম্ভব, কিন্তু শর্ত হলো যে, তা দ্বারা নবুয়তের ন্যায় চ্যালেঞ্জ করা উদ্দেশ্য থাকবে না। মুজিযা এবং কারামত এর মধ্যে পার্থক্য হলো যে, মুজিযা নবীদের থেকে প্রকাশ পায় আর কারামত অলীদের থেকে। আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে কারামত প্রমাণিত হওয়ার মতো কোরআনে পাক এবং অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় দলীল বিদ্যমান। হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট অকালের ফল আসা, খেজুরের শুকনো কান্ড নাড়া দিতে তা থেকে পাকা ও উন্নত তাজা খেজুর পরা, আসহাবে কাহাফের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ গুহায় অসংখ্য বছর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা এবং আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চোখের পলকের পূর্বে সিংহাসন

নিয়ে আসা, এসব ঘটনা কোরআনে পাকে বিদ্যমান এবং আউলিয়ায়ে কিরামের কারামতে উজ্জল দলীল। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পাওয়া হাদীসে পাকে বিদ্যমান, যা কারামত প্রমাণের স্পষ্ট দলীল।

হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর মহান সিংহাসন দূর দূরান্ত থেকে কয়েক মুহুর্তেই নিয়ে আসার মহান ঘটনায় সাথেসাথে এই উৎকর্ষতাকে **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি নির্দেশ করা যে, এটা আমার দয়ালূ প্রতিপালকের অনুগ্রহ। এটাই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও নেক বান্দাদের সুন্নাত ও অভ্যাস আর এটাই **আল্লাহ পাকের** হুকুম, কেননা বান্দাকে নিজের কোন গুণ ও উৎকর্ষতায় আত্মম্ভরিতার শিকার হওয়া উচিৎ নয়, এটা স্বয়ং একটি নিন্দনীয় গুণ হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য আরো অনেক খারাপের ভিত্তি, এর দ্বারা অহঙ্কার সৃষ্টি হয়, মানুষ গুনাহকে ভূলে যাওয়া এবং ভূলগুলোকে উপেক্ষা করতে থাকে, যার কারণে সংশোধনের আশা কমে যায়, এভাবে আত্মম্ভরিতা সম্পন্ন মানুষ নিজের ইবাদত এবং নেক আমলকে স্মরণ রাখে আর তা নিয়ে গর্ব করে, যার ফলে সে **আল্লাহর** প্রতি উদাসীন হয়ে যায় এবং **তাঁর** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি নির্ভিক, একনিষ্টতা থেকে দূরে, অপরের থেকে প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী হয়ে লৌকিকতার ধ্বংসলীলায় পরে যায়, **আল্লাহ** বাঁচিয়ে রাখো। কোরআনে করীম, হাদীসে মুবারাকা ও ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং নেককার ব্যক্তিদের অবস্থা ও ঘটনাবলী পাঠ করলে তবে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তাঁরা নিজেদের উৎকর্ষতা ও ফযীলতকে **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত বলে ঘোষণা করে দিতেন এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن এর অভ্যাস ছিলো যে, কিতাব লিখলে

তবে এতে হওয়া ভূল গুলো নিজের পক্ষে নিয়ে নিতেন আর ভূল থেকে বিরত থাকাকে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহের প্রতি নির্দেশিত করতেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে কোরআনে করীমের জ্ঞান ও নূর দ্বারা সমৃদ্ধ করো। আমিন

মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে মাসিক ফয়যানে মদীনার বুকিং করিয়ে নিন এবং মাঝে মাঝে তা অধ্যয়ন করতে থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমল পুস্তিকায় এর উৎসাহও বিদ্যমান রয়েছে।

নেক আমল নম্বর **১২:** আজ কি আপনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বা মাকতাবাতুল মদীনার কোন কিতাব বা পুস্তিকা অথবা **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** কমপক্ষে **১২** মিনিট পড়েছেন বা শুনেছেন?

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই নেক আমল করার তৌফিক নসীব করো। আমিন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুযাকারা বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা কয়েকটি কুরআনী ঘটনাবলী শুনলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরূপ চিত্তকর্ষক ঘটনাবলী আমাদের মুর্শিদের করীম আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মাদানী মুযাকারায় মাঝে মাঝে বর্ণনা করতে থাকেন, অতএব আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও এই মাদানী মুযাকারায় মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার উপলক্ষ বানাই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযীলত ও মর্যাদা, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় (Topics) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"মাদানী মুযাকারা বিভাগ"** এর অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং মেমোরী কার্ড (Memory Cards) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **আল্লাহ পাক** মাদানী মুযাকারা বিভাগকে আরো বরকত দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাফসীর শুনা ও শুনানোর হালকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনী ঘটনাবলী অধ্যয়ন করা এবং কোরআন শরীফকে বুঝে পাঠ করা এবং আখিরাতের ভাবনা অর্জনের

সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো যে, কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ আমাদের সামনে খোলা কিতাবের ন্যায়, অতএব আপনারাও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো **"তাফসীর শুনা ও শুনানোর হালকা"**। **"ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের হালকা"**য় তিন আয়াত কোরআনের কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, তাফসীরে নূরুল ইরফান বা তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪ পৃষ্ঠা) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ ও শুনানো হয়, এরপর শাজারা হতে কিছু অযীফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাফসীরে কোরআনের হালকার বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়, ❁ ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের বরকতে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, ❁ ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের হালকা কোরআনে করীমকে অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে বুঝার অনন্য মাধ্যম। ❁ ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের হালকার বরকতে নেক আমলের উপর আমল হয়ে থাকে। ❁ ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের হালকার বরকতে ইশরাক ও চাশতের নফল পড়ার সুযোগ অর্জিত হয়। ❁ ফজরের পর তাফসীরে কোরআনের হালকায় বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن কল্যাণময় আলোচনা সম্বলিত শাজারা শরীফ পাঠ করা ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত

হয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আলোচনা রহমত অর্জনের উপায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেককার লোকদের আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০)

তাফসীরে সীরাতুল জিনান এ্যপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগ আইটি ডিপার্টমেন্ট **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** এর Application তৈরী করেছে, যা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এই এ্যপের মাধ্যমে আপনারা **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** যখনই ইচ্ছা নিজের মোবাইলে সহজেই পাঠ করতে পারবেন, এই এ্যপে আপনারা পাবেন কয়েকটি উপকারী অপশন: যেমন;

✯ কোরআনে পাক তাফসীর সহকারে পাঠ করতে পারবেন। ✯ কোরআনে পাক অনুবাদ ও তাফসীর ছাড়াও তিলাওয়াত করতে পারবেন। ✯ কোরআনে পাক বিভিন্ন কারী সাহেবের আওয়াজ শুনতে পারবেন। ✯ যেকোন আয়াতের তাফসীর সার্চ করতে পারবেন। ✯ যেকোন আয়াত/সূরা বুকমার্ক করতে পারবেন। ✯ এবং অন্যান্য আরো অনেক সুবিধা। এটি প্লে স্টোর থেকে এখনই ডাউনলোড করুন এবং **আল্লাহ পাকে**র মুবারক কালামের বরকত অর্জন করুন।

✯ সাওয়াবের নিয়্যতে শেয়ার করে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিলাওয়াতে আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! তিলাওয়াত করার কয়েকটি আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি: (১) ইরশাদ করেন: কোরআন পড়ো কেননা তা কিয়ামতের দিন আপন পাঠকারীর জন্য শাফায়াতকারী হয়ে আসবে। (মুসলিম, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮৭৪) (২) ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের জন্য উত্তম ইবাদত হলো কোরআনের তিলাওয়াত। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২) ✯ কোরআনে পাক সুন্দর কণ্ঠে এবং থেমে থেমে পাঠ করা সুন্নাত। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৮৪৩) ✯ মুস্তাহাব হলো যে, অযুসহকারে কিবলামূখী হয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করে তিলাওয়াত করা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫০, ৩য় অংশ)

ঘোষণা

তিলাওয়াতের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)